ক্যান্সার চিকিৎসায় প্যারাসিটামলের ব্যবহার!

কয়েকদিন থেকে মাথার মধ্যে এত প্রসঙ্গ গিজগিজ করছে যে, নির্দিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে লিখবো স্থির করতে পারছিলাম না। এর মধ্য থেকেই আপাতত একটাকে বেছে নিলাম। গত ২৬ জুলাইয়ের লেখায় শিরোনাম দিয়েছিলাম 'দেশ শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠুক'। সেখানে কেন আজ এ দশা তা প্রকাশ করেছি। শুচিশুদ্ধ তো আপনা-আপনি হয়ে ওঠে না, এটা প্রকৃতির নিয়ম। তাই একটা অবলম্বন আমাদের দরকার। এই অবলম্বন লেখার আগে একটু ভনিতা করি। তার আগের লেখার শিরোনাম দিয়েছিলাম 'প্রকৃতির প্রতিশোধ বড্ড নির্মম'। সেখানেও ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখেছিলাম, আমাদের যে কর্মকান্ড ও 'খুঁটোর জোরে পাঁঠা কোঁদে' অবস্থা, প্রকৃতিগতভাবেই এর পরিণতি খারাপের দিকে যাবে। দুটো লেখাতেই আমি দেশব্যাপী সীমাহীন দুর্নীতি, রাজনীতিতে বিভিন্ন সুবিধাবাদী ও ছদ্মবেশী দুরাচার-দুর্জনদের অনুপ্রবেশ, রাজনীতিকদের হাত থেকে রাজনীতি সন্ত্রাসীদের হাতে চলে যাওয়া, আইনের অপপ্রয়োগ বা দ্বৈতমানের প্রয়োগ, লোক-দেখানো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া ইত্যাদিকে দায়ী করেছিলাম। রোগের এত ডায়গোনোসিস করার পরেও উপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে না। মরণঘাতি রোগে আক্রান্ত রোগীর রোগ নিরাময়ে শুধু শান্ত্বনা বাবদ প্যারাসিটামল থেরাপি চর্চা চলছে। একটা গা-ছাড়া ভাব চলে এসেছে, সেজন্য এ অবস্থা। অনেক খারাপ সত্য কথা লিখি, তবুও সংশ্লিষ্ট গুরুত্ব দেয় না। তাই প্রকৃতির প্রতিশোধ চলছে। দিন যত যেতে থাকবে রোগীর অবস্থা তত খারাপ হতে বাধ্য হবে– এটা আমার মতো ক্ষুদ্র মাস্টার সাহেবের ভবিষ্যৎ কথন।

আমি কোনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশকে বিবেচনা করি না; কোনো দলের পক্ষে সাফাইও গাই না। দেশের মানুষের মন-মানসিকতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবনতিশীল অবস্থা, সরকারি কর্মকর্তা ও রাজনীতিকদের দুর্নীতি ও অপকর্ম, দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ, নৈতিকতাহীন ও মুখসর্বস্ব বচন ইত্যাদির ওপর ভর করে ভবিষ্যতকে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখি। যা বলি খোলামেলা বলি। আমার সামনেই দেশ স্বাধীন হয়েছে, চোখের সামনেই নেতারা কথা দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার ঘোষণায় কি কি উদ্দেশ্য লেখা ছিল আমার জানা, তারা বর্তমানে কোন দলে থেকে কি বলছেন ও কি করছেন প্রায় সবই আমার নখদর্পণে। মাঝখানে বয়স বাড়তে বাড়তে এক পা কবরে চলে গেছে। স্বাধীনতার পর থেকে কোনো রাজনীতির রং গায়ে মাখিনি। ফলে কোনো রাজনৈতিক দলের ধুয়োজারি শুনে কারো প্রতি আস্থা আনতে দ্বিধান্বিত হই। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যারা বিভিন্ন ভূমিকায় মুখস্তপাঠ সশব্দে আউড়িয়ে যাচ্ছেন– ভালো হোক, মন্দ হোক প্রায় সবাইকেই আসলরূপে আমার চেনা। অসুবিধা একটাই– উচিৎ কথায় খালু বেজার হয়, এদেশে জীবনের ঝুঁকি বাড়ে, পত্রিকার সম্পাদক তার পত্রিকার ভবিষ্যৎ ভেবে অনেক কথা ছাপাতে চান না, অসংখ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারি পত্রিকার ওপর নির্ভর করে জীবন পাড়ি দিচ্ছেন, এগুলো বুঝি। কিন্তু কিছু সত্য কথা ও উপযুক্ত সাজেশন না দিয়েও তো থাকতে পারিনে। কারণ এক পা থেকে দুই পা কবরে নেমে গেলেই তো যত চিন্তা-ভাবনা, দেশের জন্য করণীয় সব মাটিতে খেয়ে যাবে, অথচ এদেশ আমাকে প্রচুর টাকা খরচ করে লেখাপড়া শিখিয়েছে। আমি দেশের জন্য কী করতে পেরেছি! অনেকেই জানেন, আমি সাধারণত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজের মানুষ ও রাজনীতিকদের মন-মানসিকতা ও দেশের দশা, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে লেখালেখি করি। কোনো দল থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য তোষামোদ করে কিছু লিখিনে। ইচ্ছে করে একটা পত্রিকাতেই নিয়মিত লিখি।

গত ১৬ জুলাই থেকে কয়েকদিনে যা ঘটলো, এটা কেউ অস্বীকার করবে জানি, কিন্তু মৃতের সংখ্যা গণহত্যার পর্যায়ে চলে গেছে। অগণিত লাশ গায়েব হয়ে গেছে। মৃত ও আহতদের সঠিক হিসাব হয়তো কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। একটা সাইকোলজিক্যাল কথা বলি। যে সত্য কথাগুলো আমি আমার সহকর্মী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অকপটে বলি; দেখেছি, তারা সেটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। ঢাকার বিভিন্ন সমাজে অকপটে সত্য কথা বলে দেখেছি, ঠিক একই অবস্থা সেখানেও, মাথার কিরে দিলেও বিশ্বাস করে না। গ্রামের বাড়িতে গিয়েও কমপক্ষে ছয় গ্রামের লোক জড়ো করে সত্য কথা বলে দেখেছি, অধিকাংশ লোক শিক্ষকের কথাও বিশ্বাস করে না। দেশে এ অবস্থা হলো কেন? এ বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি। দেখলাম, দোষ ওদের না। এদেশের রাজনীতিকরা ডাহা মিথ্যা, এমন কি এঁড়ে গরুকেও গর্ভবতী বলে বানিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মানুষের বিশ্বাসকে এমন নিম্ন পর্যায়ে এনেছে যে, মানুষ কথা বিশ্বাস করবে কেন!

ভাঁওতাবাজিরও তো একটা সীমাপরিসীমা থাকে! এ আন্দোলনে ক্ষমতাসীন দলের লোক যেভাবে আমার জানা অবস্থায় নির্জলা মিথ্যা কথা বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাচ্ছেন, নিজেদের মধ্যেই একজনের কথার বৈপরীত্য আরেকজনের কথায় প্রকাশ পাচ্ছে। এছাড়া প্রত্যেক মানুষই তো চোখ দিয়ে দেখে, ভাত খায়, সে বিবেচনা শক্তিটুকুও তো তাদের আছে। এতেই বলতে হয়, 'চাঁদের গায়ে দাগ লেগেছে, আমরা ভেবে করবো কী, চাঁদের গায়ে ...'। সেজন্য আমার আন্তরিক সত্য কথাইবা অন্যরা বিশ্বাস করবে কেন? এ সমাজে আমি একজন অযোগ্য শিক্ষক, রাজনীতিকদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত মিথ্যা শুনতে শুনতে, যার কথার ওপর অধিকাংশ লোক আস্থা রাখে না। এটা কার দোষ? এমন সমাজ কি চলতে পারে? এদেশে রাজনীতির নামে ডাহা মিথ্যা, ভাঁওতাবাজি ও প্রতারণার ব্যবসা বেশি শুরু হয়েছে।

আমাদের সমাজ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ শব্দগুলো পুরোটাই উঠে গেছে। এতে কি আমরা লাভবান হচ্ছি? দেশটা সব দিক থেকে রসাতলে যাচ্ছে। অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষ আমরা কি খুঁজে দেখছি? সবাই আমরা অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের ধোয়া তুলসীপাতা বলে দাবি করি। আমরা সাধু হই না, সাধু সাজার প্রতিযোগিতায় নামি। সাধারণ মানুষ কিন্তু আমাকে কোটি কোটি চোখ দিয়ে দেখছে, এটা ভুলে যায়। স্বাধীনতার পর থেকে কোনো আন্দোলনে সাধারণ মানুষের এত সম্পৃক্ততা আমি আর দেখিনি। এরও কারণ আছে, গত লেখাতে পরিস্কার করে লিখেছি। রাজনীতিবিদসহ এদেশের প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের অনেক ভাবনার খোরাক এর মধ্যে রয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন দল তো বহিরাগত কেউ নয়, তারা তাদের ভাইয়ের প্রতি এত নির্দয় হয় কী করে? তাদের নেতারা দাম্ভিকতা দেখিয়ে ও বেফাঁস কথা বলে এ অবস্থার সৃষ্টি করলো। এর পরিণতি আরো জানমালের ক্ষয় এবং সম্প্রসারণবাদীর কালো হাত হতে পারে। কাঙালের কথা বাসি হলে ফলে। বিকল্প যে নেই তা বলছি না। কিন্তু শুভবুদ্ধির উদয় কি এত সহজে হবে? আমি জানি বিরোধী কোনো পক্ষের কাছে ক্ষমতা গেলেও বেশ কয়েকটা কারণে দেশ ভালো চলবে না। তাহলে করণীয় কী? প্রফেসর ড. ইউনুস আমার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাছে দেশের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে সহযোগিতা চেয়ে চিঠি লিখে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে তিনি যে নির্বাচনের কথা বলেছেন, নির্বাচনে যতই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আসুক, দেশ ভালো চলবে না। নব্বইয়ের আন্দোলনে 'গণতন্ত্রের মুক্তির' আশার কথা অনেক লেখক ও সাংবাদিক আমাদের শুনিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু চুপ থাকতাম। কারো প্রতি বিরোধীতা না করেই কারণগুলো বারান্তরে বিস্তারিত বলবো।

আগে দরকার রাজনীতিকদের কোড অব এথিক্স ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করা। এর জন্য সংবিধান পরিবর্তন করা; গণভোটের আয়োজন করা। সংবিধানের আরো অনেক পরিবর্তন করতে হবে। পদ ও দায়িত্ব পালন নিয়ে অনেক অনেক পরিবর্তন আনতে হবে, যদি আমরা দেশের উন্নতি চাই এবং এ অরাজক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চাই। করণীয় নিয়ে এর আগেও এই কলামেই একবার লিখেছিলাম। আবারও লেখার প্রয়োজন পড়ছে। আমি নিশ্চিত যে, এদেশের কোনো রাজনৈতিক দলেরই হয়তো এ বোধোদয় কখনোই হবে না। পরিবর্তন আনতে হলে তৃতীয় পক্ষের কোনো টিম বা দলনিরপেক্ষ কোনো দায়িত্বশীল টিম এগুলো করতে পারে। অনেক কাজ বাকি পড়ে গেছে। দেশটাকে আবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা, সাধারণ মানুষকে অভ্যস্ত করানো, সামাজিক পরিবেশ উন্নত করা, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করা, দুর্নীতির যতটা সম্ভব মূলোচ্ছেদ করা, সুশিক্ষিত লোকদের সামাজিক কাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা, দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত করা, সোস্যাল টাউটদের দূরে রাখা; দুর্বৃত্ত ও দুর্নীতিবাজ, খুনি, লুটেরাদের বিচার করা, জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা ইত্যাদি অনেক কাজই রয়ে গেছে। দেশের অনেক বিভাগকে পুনর্গঠন করা দরকার। সবকিছু মগজে ধরে রেখেছি, অনেককিছুই পত্রিকার পাতায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা একান্ত জরুরি। শত শত কোটি টাকা খরচ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু বাস্তবায়নে গিয়ে ফেল মারে সরকার । সব নিজের চোখেই দেখি। নিজের কথা বেশি প্রকাশ করতে চাইনে। করণীয় চোখের সামনে ভাসছে। আমি একজন 'পেশাদার ম্যানেজমেন্ট হিসাববিজ্ঞানী' হিসাবে স্ট্যাটেজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা নিশ্চিতকরণই আমার কাজ ও গবেষণা। অথচ এদেশের অবস্থা দেখলে আমি খুব কষ্ট পাই, কখনো দুশ্চিন্তা করি। এতটুকু একটা সুজলা-সুফলা দেশ। শুধু বিশাল জনগোষ্ঠীকে

জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারলেই দেশের উন্নতি অনিবার্য। শুধু রাজনীতিকদের বিকৃত মানসিকতা, প্রভুভক্তি, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থপরতা, দুর্নীতি, ডাহা মিথ্যাচারিতা, অমানুষসুলভ আচর-আচরণ ইত্যাদি অসংখ্য দোষবাচক বৈশিষ্ট্য এদেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রকৃতিসৃষ্ট বিপর্যয় হলে মানুষের কিছু করণীয় থাকে না। কিন্তু রাজনীতিকসৃষ্ট বিপর্যয়ে আপনি কাকে দোষ দেবেন? অদৃষ্টকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আবার দেশের সবাইকে দোষ দিয়েও কোনো লাভ নেই। এদেশে যাদের করার ও দেশকে দেবার অনেক কিছু আছে, তাদের কোনো ক্ষমতা নেই। আবার যাদের কিছুই দেবার নেই, অশিক্ষিত, দুর্নীতিবাজ, লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান, দিনে-দুপুরে যে কোনো অন্যায় করে হজম করে ফেলতে পারে, খুবই ক্ষমতাধর, তারাই এদেশের কৃতি সন্তান, সমস্ত গুণগান তাদের প্রাপ্য। বিগত ছাত্র আন্দোলনেও তাই নিজ চোখে দেখলাম। আগেও হাজার হাজার বার দেখেছি। এবার একটু বেশি দেখলাম। লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধানের হুঙ্কারে আমার নিজের ছাত্র এবং আমার ছাত্রদের অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে রামদা, চাপাতি বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে ও নিগৃহীত হতে দেখলাম। আরো দেখলাম, জনগণের টাকায় লালিত-পালিত সরকারি বাহিনীকে জনগণের প্রতি গুলি ছুঁড়তে। প্রকাশ্য দিবালোকে চলন্ত ছবিতে নিজের চোখে দেখলাম। এ কথাগুলো যে কোনো মূল্যে প্রকাশ করতে না পারলে আমি আজীবন বিবেকের কাছে অনুশোচনার পাত্র হয়ে রইবো।

যে যত কথাই বলুক না কেন, আশার বাণী শুনাক না কেন, হুঙ্কার দিয়ে কথা বলুক না কেন, কোনো না কোনো দলের রাজনীতিকদেরই লাভ। জনসাধারণের কোনো লাভ নেই। পদে পদে এদের ক্ষতি। ক্ষমতাসীন দল দেশ, দেশের জনগণ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জেদাজেদি বাদ দিয়ে একটা নিরপেক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে দেশাত্ববোধের স্বাক্ষর রাখতে পারে। তাহলে সাপও মরে আবার লাঠিও অক্ষুণ্ন থাকে। এটা আমার মতো ক্ষুদ্র এক মাস্টার সাহেবের আবেদন। আমার বিশ্বাস ক্ষমতাসীন দলের অনেক পরিকল্পনা মাথার মধ্যে আছে। তাদের পরিকল্পনা তারাই ভালো বুঝবেন। এদেশে অসংখ্য জ্ঞানী, সুশিক্ষিত ও দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি আছেন, যাদের অনেককেই আমি চিনি। ফলে এদেশে এ ধরনের ব্যক্তি নেই, কেউ নিরপেক্ষ নয়, একথা বলে কেউ গা-পাতলা করতে পারবেন না। প্রত্যেকেই এদেশের নাগরিক। অধিকাংশ লোকেরই দেশপ্রেম আছে। নাগরিক অধিকারও সবার আছে। কেউ কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এদেশ লিখে দেননি। এ চৈতন্যবোধ আমাদের যত তাড়াতাড়ি ফেরে, ততই মঙ্গল। ‘কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যত, এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার’!

(২ আগষ্ট ২০২৪, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: অধ্যাপক, ইউআইইউ; সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।